৭৮৬/৯২/৯৯৭

শুভাগমণের ১০০০ বছর পূর্বে মিলাদে মুস্তাফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুশি

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণের ১০০০(এক হাজার) বছর পূর্বে ইয়ামান দেশের বাদশা ছিলেন তুব্বায়ে আওয়াল হুমাইরি। একদা সে নিজের সাম্রাজ্যের ভ্রমন করার জন্য বের হলেন এবং তাঁর সাথে ছিলেন ১২০০০(বারো হাজার) আলিমে দ্বীন এবং হাকীম। ১৩২০০০(এক লক্ষ বত্রিশ হাজার)সাওয়ারি ১১৩০০০(এক লক্ষ তেরো হাজার)পদাতিক বাহিনী। আর তিনি এই শান সাওকাতের সাথে বের হলেন যে,তিনি যেখানেই উপস্থিত হচ্ছিলেন মাখলুকে খোদা চারদিক থেকে সেই দৃশ্য দেখার জন্য উপস্থিত হয়ে যেত। এই বাদশা যখন মক্কা মুয়াজ্জামাতে পৌঁছালেন তখন মক্কাবাসীদের মধ্যে কেহ তাকে দেখার জন্য সেখানে এলোনা। বাদশা অবাক হয়ে গেলেন এবং তার প্রধান মন্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বললেন এই শহরের মধ্যে একটা ঘর আছে যেটাকে বাইতুল্লাহ বলা হয়। সেই বাইতুল্লাহের এবং তার খাদীমগণের এখানকার বাসিন্দাগণ খুব সম্মান করেন এবং আপনার যত সৈন্য আছে তার থেকেও বেশি লোক এই ঘরের যিয়ারত করার জন্য আসেন এবং এখানে বসবাসকারীগণের

খিদমাত করে চলে যান। তাই আপনার সৈন্যের খেয়াল কি করে আসবে? ইহা শ্রবণ করার পর বাদশার রাগ হলো এবং কসম খেয়ে মনের মধ্যে বলতে লাগলেন আমি এই ঘরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো অর্থাৎ মাটি থেকে এর দেওয়ালকে উঠিয়ে ফেলবো এবং এখানকার বসবাস কারীদেরকে হত্যা করবো।
ইহা বলা মাত্রই বাদশাহেরে নাক,মুখ এবং চোখ থেকে রক্ত বের হতে আরম্ভ হয়ে গেল এবং তার সাথে সাথে দুর্গন্ধযুক্ত পচা রসও বের হতে লাগলো এবং তা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে লাগলো যে,বাদশার কাছে কেউ বসে থাকতে পারছিলেন না,সারাদিন ধরে এর চিকিৎসা করা হল কিন্তু কোন লাভ হল না। সন্ধার বাদশার সাথে ভ্রমনকারী আলিমদের মধ্যে একজন উলামায়ে রাব্বানী উপস্থিত হলেন এবং বাদশাকে বললেন এই রোগ তো হল আসমানি আর চিকিৎসা হচ্ছে পৃথিবীর এই বাদশা যদি আপনি কোন খারাপ নিয়াত করে থাকেন তো এখুনি তাওবা করুন তবেই এই রোগ দূর হবে। তখন বাদশা দিলের মধ্যেই বাইতুল্লাহ শরীফ এবং তার খাদীমদের ব্যাপারে যে নিয়াত করেছিলেন তা থেকে তাওবা করলেন এবং তাওবা করার সাথে সাথেই রক্ত বের হোয়া বন্ধ হয়ে গেল। বাদশা সুস্থতা লাভ করার কারণে বাইতুল্লাহ শরীফে গিলাফ চাপালেন এবং শহরবাসীদেরকে প্রত্যেককে ৭টি করে আশরাফী এবং ৭জোড়া করে রেশমী পোশাক পুরস্কার দিলেন। তারপর যখন মক্কা শরীফ থেকে বের হয়ে মাদীনা শরীফে হাযির হলেন তখন যারা আসমানি কিতাবের আলিম ছিলেন তারা নিজেদের হাত দ্বারা সেখানকার মাটি উঠিয়ে ঘ্রাণ নিতে আরম্ভ করলেন এবং কাঁকরকে দেখতে শুরু করলেন। তারা কিতাবের মধ্যে নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের যেসমস্ত আলামত বা চিহ্নের ব্যাপারে যা কিছু পড়েছিলেন সেমতো ঐস্থানকে পেলেন তখন তারা কসম খেয়ে নিলেন আমরা এই স্থানেই ইন্তেকাল করবো কিন্তু এস্থানকে ছাড়বো না।

যদি আমাদের ভাগ্য সাথ দেয় তাহলে কোন ও না কোন সময় যখন নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্থানে শুভাগমন করবেন আমরাও নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিয়ারতের সোভাগ্য অর্জন করবো এবং যদি সেটা না হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের ক্ববরে কখনো না কখনোও নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জুতা মুবারকের ধূলা মুবারক আমাদের ক্ববরে পড়বে এবং সেটাই আমাদের মুক্তির অসিলা হয়ে দাড়াবে।

ইহা শ্রবণ করা মাত্র বাদশা সেই আলিমগণের জন্য ৪০০বিল্ডিং বানিয়ে দিলেন এবং ঐবড় আলিমের ঘরের সামনে দ্বিতল বিশিষ্ট একটা সুন্দর ঘর তৈরী করে দিলেন এবং অসিয়ত করলেন যখন নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে তাশরিফ আনবেন এটা যেন তাঁর (আলাইহিস্ সালাল) আরাম করার জায়গা হয়। এবং ঐচারশত আলিমদিগকে জন্য অনেক মালসম্পদ উপঢৌকন দিলেন এবং বললেন আপনারা সবসময় এখানে থাকুন এবং সবচেয়ে বড় আলিমের কাছে একটা চিঠি লিখে দিলেন এবং বললেন এই চিঠি যেন নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দরবারে পৌঁছে দিবেন এবং যদি আপনি ইন্তেকালের পূর্বে নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীদার না পান তাহলে আপনার ছেলেদেরকে অসিয়ত করে যাবেন তারা যেন পরস্পর নিজেদের ছেলেদেরকে অসিয়ত করে যায় যে,এই চিঠি যেন নবীয়ে আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দরবারে পৌঁছে দেন। এই বলে বাদশা সেখান থেকে চলে গেলেন।

ঐচিঠি নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক হাজার বছর পর কিভাবে পৌঁছালো?এবং তার মধ্যে কি লেখা ছিল? আসুন শুনুন এবং আযমাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে খশী অনুভব করুন। সেই চিঠিতে লেখা ছিলো;-ক্ষুদ্র সৃষ্টি তুব্বা আওয়াল হুমাইরির তরফ হতে শাফিউল মুজনাবীন মুহাম্মাদুর্ রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট।

অ্যায় আল্লাহর হাবীব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা)আমি আপনার উপর ঈমান আনলাম এবং আপনার উপরে যে কিতাব নাযিল হবে তার উপরেও ঈমান আনলাম এবং আমি আপনার দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। অত এব যদি আমি আপনার জিয়ারত পাই তো নিজেকে ধন্য মনে করবো এবং যদি আমি আপনার জিয়ারত না পাই তাহলে আপনি আমার শুফারিশ করবেন এবং ক্বিয়ামতের দিনে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার পূর্বের উম্মত এবং আপনার কাছে আপনার শুভাগমনের পূর্বেই বাইয়াত গ্রহণ করছি। আমি শাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ্ এক এবং আপনি তাঁর সাচ্চা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইয়ামানের বাদশার এই চিঠি সেই চারশো আলিমের মধ্যে খুবমূল্যবান বস্তুর মতো সুরক্ষিত করতে করতে এই পর্যন্ত যে,এক হাজার বছর পার হয়ে গেল। ঐআলিম সম্প্রদায়ের সন্তান সন্ততি অনেক বেড়ে গেল এবং মাদীনা শহর আবাদ হয়ে গেল এবং তার জন সংখ্যাও বেড়ে গেল।

এবং চিঠি হাতে হাতে পরস্পর অসিয়ত করতে করতে ঐবড় আলিমে রাব্বানীর সন্তানদের মধ্যে হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর কাছে পৌঁছালো এবং তিনি ঐচিঠি নিজের খাস গুলাম আবু ইয়ালার কাছে রাখেন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মাদীনা শরীফে পৌঁছালেন এবং মাদীনা শরীফের নিকটে সানিয়াতুল বিদাতে আপনার(আলাইহিস সালাম)উটনি দেখা গেল এবং মাদীনার খুশনসীব লোকেরা মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিবাদন জানানোর জন্য লোকেরা দলে দলে আসছিলেন কেউ নিজের ঘরকে সাজাচ্ছিলেন কেউ গলি এবং সড়ককে পরিস্কার করছিলেন

কেউ আবার দাওতের ব্যবস্থা করছিলেন এবং সকলের এটাই আকাঙ্খা ছিল যে,হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আমার বাড়িতে তাশরিফ আনেন।
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মনের অবস্থা বুঝে ইরশাদ করলেন আমার(আলাইহিস সালাম) আমার উটের নাকিল খুলে দাও এবং ঐ উট যার বাড়ির কাছে দাড়াবে এবং বসে যাবে ঐখানেই আমি আরাম করবো। অতএব ইয়ামানের বাদশা তুব্বা আউয়াল হুমাইরি যে দ্বিতল বিশিষ্ট বাড়ি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য বানিয়েছিল সেই সময় ঐ বাড়িটি হযরত আবু আইউব আনসারী রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর হিফাযতে ছিল এবং সেখানেই গিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটটি দাড়িঁয়ে গেল। লোকেরা তখন আবু ইয়ালা পাঠালো এবং বলল যাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইয়ামানের বাদশার চিঠিটা দিয়ে এসো।
যখন আবুইয়ালা উপস্থিত হলো তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে বললেন অ্যায় আবু ইয়ালা তখন আবুইয়ালা শুনে অবাক হয়ে গেল। তখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন আমি হলাম মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের বাদশার যে চিঠি তোমার কাছে আছে আমাকে এনে দাও। অতএব আবুইয়ালা সেই চিঠি দিলো এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ার পর বললেন সালিহ ভাই তুব্বাকে শাবাস,আফরিন(হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আ¯লামিন,তারিখে ইবনে আসাকির,সাচ্চি হিকায়াত খণ্ড-১,পাতা-২৮,মিযানু আদাব পাতা-১৭১)।

এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চর্চা প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান ছিলো এবং সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণ প্রত্যেক যুগেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফায়েয ও বারকাত পেয়েছেন এবং এটাও প্রমাণ হয়ে গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বের এবং পরের উম্মতের সমস্ত কথা সম্বন্ধে অবগত। আবার এটাও বোঝাগেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের খুশিতে ঘরকে সাজানো,বাজারকে সাজানো,খুব সুন্দরভাবে সাজানো হলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুমগণের সুন্নাত। অত এব আজ যদি কেউ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনে বাজারক্র সাজানো হয় এবং ঘরকে সাজানো হয় এবং জুলুস বের করা হয় এবং সেটাকে যারা বিদয়াত বলছে তারা তো নিজেই বিদয়াতী বলে গণ্য হবে।

অত এব ইসলাম দরদী মুসলমান সমাজের কাছে আমার আবেদন যে আপনারা ঈদে মিলাদুন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বিভিন্ন জায়েজ পদ্ধতিতে খুশি মানান।

দুয়া প্রার্থী

মুফতী মুহাম্মাদ সাফাউদ্দিন সাকাফী আল আশরাফী

ফাযিলে কেরালা,M.A(থিয়োলজি) ফার্স্ট ক্লাস
আলিয়া ইউনিভারসিটি কলকাতা(পঃবঃ)

পশ্চিম বঙ্গ,আসাম,ত্রিপুরা,এবং বাংলা দেশের অতি প্রিয়

সুন্নী ওয়েব সাইট ও মাসলাকে আলাহাযরাতের

প্রচার ও প্রসারকারী একমাত্র ওয়েব সাইট

www.yanabi.in